৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২/২৬ মাঘ ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

প্রকৃতির লীলাভূমি আমাদের দেশ। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, পার্বত্য এলাকার সঙ্গে রয়েছে আমাদের সুবিশাল সমুদ্র সৈকত। এই সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর বৃহত্তম। এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে বালুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ধরনের খনিজ দ্রব্য। মিশে থাকা এই খনিজ পদার্থকে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন ব্ল্যাক গোল্ড। অর্থাৎ কালো সোনা। মূলত এই খনিজ দ্রব্যগুলো হচ্ছে জিরকন, ইলমেনাইট, রুটাইলের মতো মূল্যবান পদার্থ। এই মূল্যবান খনিজ পদার্থগুলো দিয়ে নির্মাণ হয় সুপরিসর বিমান, কৃত্রিম হার্ট, এমনকি এটম বোমা, পারমাণবিক বোমা। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব খনিজ পদার্থ খুবই মূল্যবান। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমুদ্র সৈকতের খনিজ পদার্থগুলোর আন্তর্জাতিক মূল্য ১৪৫ লাখ কোটি টাকা। অথচ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাবেই দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে আছে এই মূল্যবান পদার্থ।

আমাদের গ্যাস সম্পদ আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী মহলের কোপালনে পড়ছে। দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাছে গ্যাস ক্ষেত্র লিজ দেয়ার পর গ্যাস রপ্তানির ওপর চাপ বেড়েছে। শোনা যাচ্ছে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের উপেক্ষা করে সমুদ্র সৈকতের খনিজ দ্রব্য সরকার আন্তর্জাতিক কোম্পানির মাধ্যমে পরীক্ষা করার চিন্তা করছে। এটা আবারও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে কি না ভেবে দেখতে হবে। সরকারের মনে রাখতে হবে, এ সম্পদ জনগণের। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্য আজ বিপন্ন। শক্তিশালী নেটওয়ার্কের হাতে উজাড় হচ্ছে বন্য প্রাণী ও মূল্যবান কাঠ। বৈদেশিক সাহায্যে পরিচালিত জীব-বৈচিত্র্য প্রকল্পের অর্থ নিয়ে উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ। প্রতিবেশগত ভারসাম্যের স্বার্থেই পৃথিবীর সৌন্দর্যের আধার সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে। বন্ধ করতে হবে লুটপাট।

প্রচ্ছদের ছবি : **সৈয়দ জাকির হোসেন**